আদালতে বিচারাধীন ৪৬ লাখের বেশি মামলা: আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান। ছবি: সংগৃহীত

দেশজুড়ে আদালতগুলোতে বর্তমানে ৪৬ লাখেরও বেশি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ বিপুল মামলার চাপ সামাল দিতে বিচারক নিয়োগ, নতুন আদালত স্থাপন এবং জনবল বাড়ানোর মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে সরকার বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে যশোর-৪ আসনের বিরোধী দলের (জামায়াতে ইসলামী) সদস্য মো. গোলাম রছুলের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান।

আইনমন্ত্রী বলেন, বিচার বিভাগের সক্ষমতা বাড়াতে ইতোমধ্যে ৫৩৬টি বিচারকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সঙ্গে আরও ১৫০ জন সিভিল জজ নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম সচল রাখতে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সহায়ক কর্মচারী নিয়োগও অব্যাহত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি ৬৫০টি সিভিল জজ ও সিনিয়র সিভিল জজ আদালত, ৪০৬টি যুগ্ম জেলা জজ আদালত এবং ২০৪টি অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নতুন আদালতগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বিচারকের পদ সৃষ্টির বিষয়টিও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মামলা নিষ্পত্তির গতি আরও বাড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সংসদে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগ মিলিয়ে বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৫ লাখ ৬১ হাজার ৪৪টি। এর মধ্যে আপিল বিভাগে রয়েছে ৩৮ হাজার ৭১৩টি এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৫ লাখ ২২ হাজার ৩৩১টি মামলা। ২০২৫ সালে দুই বিভাগে মোট ৬৩ হাজার ৩০৯টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে আপিল বিভাগে ৭ হাজার ৫৫৩টি এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৫৫ হাজার ৭৫৬টি মামলা ছিল।

অন্যদিকে, চলতি বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ ৭৮ হাজার ৪৩২টি। এর মধ্যে ১৬ লাখ ৯০ হাজার ৪৪৩টি দেওয়ানি এবং ২৩ লাখ ৮৭ হাজার ৯৮৯টি ফৌজদারি মামলা। গত এক বছরে এসব আদালতে মোট ২ লাখ ৭৫ হাজার ৮৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৪৯ হাজার ৭৩টি দেওয়ানি এবং ২ লাখ ২৬ হাজার ১১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

শেষে আইনমন্ত্রী বলেন, বিচারিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ, বিচারক ও সহায়ক জনবল বৃদ্ধি এবং নতুন আদালত চালুর মতো উদ্যোগগুলো সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে মামলার জট ধীরে ধীরে কমবে এবং বিচারপ্রার্থীরা আরও দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ পাবেন।